দৈনিক সংবাদ

14

তারিখ 05 JUL 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সিনেটে দেয়া লিখিত প্রশ্নের জবাব

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস করার সময় পুলিশ কোন সন্ত্রাসীকে ধরেছে এমন নজির নেই

॥ কৈলাস সরকার ॥

স্বাধীনতা-পরবর্তী ২৬ বছরে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুন হয়েছে ৬২ জন, আহত হয়েছে অসংখ্য। শত শতবার সন্ত্রাসী ঘটনায় হাজার হাজার রাউন্ড গুলি ফুটেছে। সন্ত্রাস দমনে ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিকভাবে শত শত পুলিশ রয়েছে। তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসে সন্ত্রাসরত অবস্থায় পুলিশ কোন সন্ত্রাসীকে পিটিয়েছে এমন কোন নজির নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

গত ১৫ই জুন অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রশাসনিক কাঠামো সিনিটের অধিবেশনে এক সিনেট সদস্যের কর্তৃপক্ষের কাছে করা এক প্রশ্নের জবাবে কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে এ জবাব দেন।

সিনেট সদস্য অধ্যাপক এ এন রাশেদা সিনেট অধিবেশনে এক লিখিত প্রশ্নে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দাবিতে গত ২১শে মে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের মিছিলে হামলা চালায়। ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কোন সন্ত্রাসীকে সন্ত্রাসরত অবস্থায় পুলিশ পিটিয়েছে কি না। পিটিয়ে থাকলে কবে, কোথায় এবং কখন তাও তিনি জানতে চান।

ডঃ এ এন রাশেদার প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার লিখিত জবাবে জানান যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কিছুই জানা নেই। এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তা বলতে পারবে।

অন্য এক প্রশ্নে ডঃ এ এন রাশেদা বলেন যে, পাকিস্তান আমল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে এবং সব আমলেই যেন সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। তিনি জানতে চান যে, বিশ্ববিদ্যালয় আর কতদিন সন্ত্রাসীদের লালন-পালন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লিখিত জবাবে রেজিস্ট্রার জানান, "বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রা-সীদের লালন-পালন কেন্দ্র নয়।"

এক প্রশ্নে ডঃ এ এন রাশেদা জানতে চান যে, যারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে তাদেরকে দেশের প্রচলিত আইনে বিচার না করে ছাত্র রাজনীতির ব্যানারে আবৃত করার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল সন্ত্রাসীকে ধরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে কি না।

জবাবে রেজিস্ট্রার জানান, কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করার জন্য বহু পদক্ষেপ নিয়েছেন। বহুবার বিভিন্ন আবাসিক হলে অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসীদেরকে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে গ্রেফতার করানো হয়েছে এবং প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার সময় যখন সন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলি চলে তখন সন্ত্রাস দমনে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীই সর্বপ্রথম আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয় বলে ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী ২৫ বছরে ক্যাম্পাসে ৬২ জন খুন হলেও এ যাবৎ কোন আসামিকে শাস্তি দেয়ার নজির নেই। '৭২ সালে মুহসীন হলে 'সেভেন মার্ডারের' ঘটনায় আসামিদের শাস্তি দেয়া হলেও পরবর্তী সরকার তাদেরকে মুক্ত করে দেয়।

জানা গেছে, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের অবস্থানের বড় কারণ চাঁদাবাজি। সাবেক উপাচার্য বিভিন্ন নির্মাণ কাজের চাঁদা কিভাবে বন্টন হবে তার জন্য একটি অলিখিত আইন বা চুক্তি করে গেছেন, যা এখনো বলবৎ রয়েছে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়।

ক্যাম্পাস, বিভিন্ন হল এবং মোড়ে সার্বক্ষণিকভাবে কয়েক শ' পুলিশ রয়েছে। বিশেষ বিশেষ সময় তা হাজারকেও অতিক্রম করে, কিন্তু সন্ত্রাসীদের তাতে অসুবিধা হচ্ছে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায় না।